সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

জয়শ্রী প্রকাশন

কলিকাতা-৪৭

প্রকাশক : বিজয় নাগ
জয়শ্রী প্রকাশন
২৫১এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড
কলিকাতা-৪৭

প্রথম প্রকাশ : ১৩৭২

মুদ্রাকর
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চৌধুরী
লোকসেবক প্রেস
৮৬এ, জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলিকাতা—১৪

উৎসর্গ

দেশবন্ধুর স্নেহভাজন রাজনৈতিক শিষ্য,

নেতাজীর অন্তরঙ্গ সহকর্মী,

'ফরোয়ার্ড' ও 'লিবার্টি'র বিখ্যাত সম্পাদক,

শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সীর

করকমলে

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে আবৃত করে রাখার যে চেষ্টা ধারাবাহিকভাবে গত দুই দশকে দেখা গেছে, তার বিরুদ্ধে কিছু তথ্য-সন্নিবেশ বর্তমান গ্রন্থে করতে চেয়েছি। এই গ্রন্থ সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশমান 'সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ' নামক ঐতিহাসিক রচনার একটি অধ্যায়। সুভাষচন্দ্রের জীবনপ্রবাহের বৃহৎ একটি তরঙ্গরূপে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং প্রসঙ্গটি সেখানে উপস্থিত করেছিলাম। সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে প্রকাশ করার জন্য সাধারণ গ্রন্থচরিত্র এখানে বর্তমান নেই—অনেকটা ধারাবাহিক তথ্য-উদ্‌ঘাটন জাতীয় ব্যাপার ঘটেছে।

ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং প্রবর্তনে সুভাষচন্দ্র সত্যই কী করেছিলেন, তার একটা আভাস বর্তমান গ্রন্থ থেকে পাঠক পাবেন। ইদানীং এ-বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের কার্যাবলীর ইতস্ততঃ উল্লেখ দেখা যাচ্ছে, যদিও ব্যাপক আলোচনা চোখে পড়েনি। বর্তমান লেখক কয়েক বৎসর আগে ১৯৬৭ জানুয়ারী সংখ্যার জয়শ্রী পত্রিকায় এক দীর্ঘ প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। সংকোচের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, হয়ত বাংলা ভাষায় সেইটেই এ সম্বন্ধে প্রথম বিস্তৃত রচনা। তা যদি সত্য হয়, গভীর লজ্জার বিষয়। লজ্জার হলেও ব্যাপারটি অস্বাভাবিক নয়, কারণ স্বাধীনতার পরে সর্বপ্রযত্নে আমাদের শেখানো হয়েছিল—ভারতে যা-কিছু প্রগতিকর্ম, সবই জহরলাল নেহেরুর কীর্তির অন্তর্ভুক্ত, ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং-ও তাই। নেহেরুর অনুগতজনেরা সেই ধারণার ঢোল প্রচণ্ড পিটেছিলেন। জহরলালের তাতে আপত্তি ছিল না, যেহেতু তাঁর নিজের বিশ্বাসও তাই ছিল। তিনি তাঁর 'ডিস্‌কভারি অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং সম্বন্ধে বহু-কিছু লিখেছিলেন এবং সমস্ত কিছুর নায়করূপে নিজেকেই স্থাপন করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে নেহেরুর মতো নেহেরু-ভক্তদের অ্যালার্জির মনোরম নমুনারূপে শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের লেখার উল্লেখ করতে পারি। মহলানবিশ-রচিত *Talks on Planning* গ্রন্থের প্রথম রচনা *Heralding a New Epoch.* সেটি জহরলাল নেহেরুর ৭০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে লিখিত

১

ভূমিকা ঃ হরিপুরা-ভাষণ

১৯৩৮ সালে হরিপুরা-কংগ্রেসের সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র যে-ভাষণ দিয়েছিলেন, তার মোট কথা এবং তার সম্বন্ধে নানামুখী প্রতিক্রিয়ার বিস্তৃত আলোচনা আমরা প্রকাশিতব্য মূল গ্রন্থে ("সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ") করেছি। ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং প্রবর্তনে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব সম্বন্ধে পরবর্তী আলোচনার ভূমিকারূপে হরিপুরা-ভাষণের উপরে আমাদের মূল বক্তব্যকে নিয়ে উপস্থিত করছি।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রের হরিপুরা-ভাষণের গুরুত্ব অবশ্য-স্বীকার্য। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের প্রকৃতি আমরা দেখে এসেছি—তাকেই তিনি তৎকালীন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে প্রয়োগযোগ্য রূপ দিতে চেয়েছিলেন এই ভাষণের মধ্যে। কংগ্রেস-সভাপতি হিসাবে হয়ত তাঁকে খুবই সংযতভাবে কথা বলতে হয়েছিল, তাঁর সবটুকু পরিকল্পনা খুলে ধরা সম্ভব হয়নি, কিন্তু যতখানি বলেছিলেন, তার থেকেই বোঝা গিয়েছিল গান্ধীর আশীর্বাদ এবং প্যাটেলের আতিথ্য তাঁর বুদ্ধিকে শৃঙ্খলিত এবং দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। সেই একই সুভাষচন্দ্র, যাঁর সুমিষ্ট হাসির মধ্যেও হাহাধ্বনি, শান্ত কণ্ঠস্বরের মধ্যেও রণসংকেত।

হরিপুরা-ভাষণ দেওয়ার সময়ে কর্মী ও নেতা সুভাষচন্দ্র ঋষি হয়ে গিয়েছিলেন। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ তার গোটা রূপ নিয়ে তাঁর চোখের সামনে ধরা দিয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন প্রেমের অন্তর্দৃষ্টিতে, যা একই সঙ্গে বুদ্ধির দ্বারা শাসিত এবং কর্মপ্রতিজ্ঞায় উদ্দীপিত। সুভাষচন্দ্রের হরিপুরা-ভাষণ ভারতীয় রাজনীতির অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। এই ভাষণ সাহিত্যের নয়, জীবনের সৃষ্টি, বিয়াল্লিশ বছরের প্রেমিক প্রতিভার অভিজ্ঞতার মহাদান। তাকে না পড়ে যাঁরা আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়বেন, তাঁরা দ্বারের দীপ না দেখেই প্রবেশ করবেন ঘরে।

হরিপুরা-ভাষণে দেখা গেল, সুভাষচন্দ্র এমন একজন রাজনীতিক যিনি স্বাধীনতার পূর্বে ও স্বাধীনতার পরে—এই দুই কাল-ভূখণ্ডে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে